কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 SEP 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

মহাখালী সেবা মহাবিদ্যালয়

শিক্ষার্থীদের বাস একাই ব্যবহার করেন অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঝকঝকে বিলাসবহুল বাস। ভেতরে আসন সংখ্যা ৩৬টি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসটি চলছে ঠিকঠাক মতোই। কিন্তু ওই বাসটিতে যাদের বহন করার কথা, তারা এটি পায় না। কেবল একজন যাত্রীই নিয়মিত ব্যবহার করেন ৩৬ সিটের বাসটি। রাজধানীর মহাখালীতে সেবা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে গত বছর দেওয়া হয়েছে এ সরকারি বাসটি, যার নম্বর-ঢাকা মেট্রো-ঝ-১১-০৬২১।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা জানায়, বাসটি এ প্রতিষ্ঠানে আসার পর এখন পর্যন্ত তারা কেউ এটিতে চড়ার সুযোগ পায়নি। বরং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আহ্লনীয়া ডি কস্টা একাই সব সময় ব্যক্তিগতভাবে বাসটি ব্যবহার করেন। ফলে বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীরা কষ্ট করে সাধারণ বাসে ঝুলে কিংবা টেম্পো-রিকশায় অথবা হেঁটে যাতায়াত করে। ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসেও যায় নিজেদের ব্যবস্থাপনায় বহু কষ্ট করে। অধ্যক্ষের ভয়ে কখনো তারা বাসটিতে চড়ার কথা মুখেও আনে না। জানতে চাইলে এমন অভিযোগের কথা অনেকাংশে স্বীকার করে নিজের মতো ব্যাখ্যা দেন সেবা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আহ্লনীয়া ডি কস্টা। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'বাসটি নিয়ে আমি অফিশিয়াল বিভিন্ন কাজে এখানে-সেখানে যাই। অন্য যে গাড়িগুলো আছে তা আপাতত নষ্ট। তাই আমি এটি ব্যবহার করে থাকি।' পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, ছাত্রছাত্রীদের গ্রুপগুলো কয়েকটি ভাগে বিভিন্ন দিকে যায়। তাই কাদের রেখে কাদের বাস দেবেন তা নিয়ে ঝামেলার আশঙ্কায় কাউকেই দেওয়া হচ্ছে না। আবার বাজেটেরও সমস্যা আছে, যা হয়তো আগামীতে ঠিক হয়ে যাবে।

সেবা মহাবিদ্যালয়ের অন্য সূত্রগুলো জানায়, কেবল অফিসিয়াল কাজেই নয়, অধ্যক্ষ আহ্লনীয়া ডি কস্টা এখানে যোগদান করার পর থেকে প্রতিদিন সকালে সেবা মহাবিদ্যালয় মহাখালী থেকে গাড়িটি তাঁর বাসায় যায়, তাঁকে সেবা মহাবিদ্যালয়ে আনে, তাঁর ছেলেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে দেয়, তারপর তাঁকে আবার বাসায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসে সেবা মহাবিদ্যালয়ে।

সেবা মহাবিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, বর্তমান অধ্যক্ষর চেয়ে চাকরিতে সিনিয়র কয়েকজন শিক্ষক থাকা অবস্থায় তাঁদের টপকে বিশেষ ব্যবস্থায় তিনি এই পদটি বাগিয়ে নিয়েছেন। এর আগে তিনি ছিলেন পঙ্গু হাসপাতালের মেট্রন। অধ্যক্ষ হওয়ার আগে তিনি কখনোই শিক্ষকতা করেননি। এমনকি তিনি কোনো 'সাবজেক্ট প্রধান' হিসেবে কাজ না করেও কৌশলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধারে ৯টি বিষয়ের পরীক্ষক হিসেবে নিজের নাম লিখিয়েছেন।